প্রথম আলো

তারিখ 24 DEC 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ নিয়ে মতবিনিময়

শিক্ষক নিয়োগের নতুন নিয়মে সমর্থন শিক্ষাবিদদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পরিচালনা কমিটির ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ। তাঁরা বলেছেন, এটি ভালোভাবে কার্যকর করা গেলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। দুর্নীতিও কমে যাবে।

রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে গতকাল বুধবার এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষাবিদেরা এ কথা বলেন। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা সংশোধনের বিষয়ে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সম্প্রতি করা নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি একচ্ছত্র ক্ষমতা হারাবে। এখন সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) আদলে একটি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে প্রার্থী বাছাই করা হবে এবং এই তালিকা থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এত দিন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধন পরীক্ষা হলেও নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটিই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল। মতবিনিময় সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, একটি স্কুল-কলেজের দালানকোঠা, টেবিল-চেয়ারসহ বহু কিছু থাকে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন শিক্ষক। শিক্ষক ভালো হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ভালো হবে। যিনি পড়ান, তিনি মূল্যবোধও ধারণ করেন। কিন্তু এখন নানা কারণে শিক্ষক নিয়োগের মান নেমেছে, দুর্নীতি হচ্ছে। ফলে অযোগ্য মানুষ শিক্ষক হচ্ছেন। যোগ্যরা হতে পারছেন না। তিনি নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটি যোগ্য লোককে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন।

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালও তাঁর বক্তব্যে নতুন সিদ্ধান্তের পক্ষে বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহতাব খানম বলেন, শুধু শিক্ষক নিয়োগেই দুর্নীতি হয় না, ভর্তি দুর্নীতিতে অভিভাবকেরাও জড়িয়ে পড়ছেন। এটাও দূর করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'শিক্ষকেরা হলেন শিক্ষার মূল শক্তি। সেই শক্তিকে আরও উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই। এ বিষয়ে শিক্ষাবিদদের এই অভিমত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নতুন নিয়মে শিগগিরই নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হবে।

সভায় আরও মতামত দেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আফছারুল আমীন, শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন, অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুন-অর-রশিদ, মনজুর আহমেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন প্রমুখ।